দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 OCT 1987

পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

146

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেশনজটের পেছনে কতগুলো বিশেষ কারণ রয়েছে। গত একযুগ থেকে শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য, অস্ত্রের ঝনঝনানি, কারণে-অকারণে ধর্মঘট, বিভিন্ন দাবী দাওয়ার প্রেক্ষিতে শিক্ষক কর্মচারীর ধর্মঘট এবং কর্মবিরতি মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর অহেতুক পরীক্ষা পিছানোর দাবী ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে যেখানে হয়তো একটি পরীক্ষা এক/দেড় বছর আগে শেষ হওয়ার কথা, সেখানে তা এক/দেড় বছর পরেও অনুষ্ঠিত হয় না। তবে পরীক্ষার ফল প্রকাশের অহেতুক বিলম্বের ব্যাপারে শিক্ষক ও পরীক্ষকসহ কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা যেতে পারে। যেখানে ৩/৪ মাসে ফল প্রকাশ সম্ভব সেখানে ১০/১১ মাসেও ফল প্রকাশ করা হয়ে উঠে না। ফলে দেখা যাচ্ছে, সেশনজট দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এখন প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সেশনজট নিরসনের দায়িত্ব কার এবং কবে হবে এর সুষ্ঠু সমাধান? স্বভাবতই এ প্রশ্ন আজ দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিককেই চিন্তিত করে তুলেছে।

—মোঃ হাসান আহমেদ

নবীগঞ্জে শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা

হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার শিক্ষা সমস্যা অত্যন্ত প্রকট ও হতাশাব্যঞ্জক। এখানে ১টি বেসরকারী কলেজ, ৮টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়, ২২টি মাদ্রাসা ও ৪৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। এছাড়া চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চসহ আসবাবপত্রের অভাব তীব্র। হাতেগুণা কয়েকটি ছাড়া প্রায় সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই খাবার পানির ব্যবস্থা নেই। কিছু নলকূপ যাও রয়েছে তাও আবার প্রায় সবগুলোই দীর্ঘদিন যাবত বিকল। শৌচাগারেরও কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে, ছাত্র-শিক্ষকের মারাত্মক অসুবিধা হচ্ছে। এছাড়া কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে উচ্চ হারে মাসিক বেতন, শিক্ষা উপকরণের মাত্রাতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধিসহ কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে উপজেলার শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

—এ. বি. এম. নূরুল ইসলাম